নাদেজদা কালিনিনা
ছেলেপুলে

নাদেজদা কালিনিনা
ছেলেপুলে
প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সাশা আর আলিয়োশা

বড়ো বাড়িটার পাঁচ তলায় থাকত দুটি ছেলে: সাশা আর আলিয়োশা। ওরা যখন একটু বড়ো হল, মা-বাপে বললে:

'ছেলেদুটোকে এবার কিন্ডারগার্টেনে দিতে হয়।'

খুশি হয়ে উঠল সাশা:

'কিন্ডারগার্টেন! কিন্ডারগার্টেন! আমরা যাব কিন্ডারগার্টেন!'

আলিয়োশা কিন্তু শুধোয়:

'কিসের কিন্ডারগার্টেন? কী হয় সেখানে?'

'গিয়ে নিজেরাই দেখবে,' বললে বাবা, 'তারপর আমাদের ব'লো।'

মা বললে:

'কিন্ডারগার্টেনে তোমাদের বন্ধু জুটবে অনেক। খেলাধুলা করবে একসঙ্গে, নানা জিনিস শিখবে।'

কিণ্ডারগার্টেনে এল ওরা

মা, সাশা আর আলিয়োশা এল কিণ্ডারগার্টেনে।

ভয় পায় আলিয়োশা, মায়ের আস্তিন ধরে পেছনে টানে:

'বাড়ি যাব!'

সাশার কিন্তু ভয় নেই, তাকিয়ে দেখে ছেলেপ্‌লেদের।

ছ্‌টে এল একটি মেয়ে, মাথায় ছোটো ছোটো দ্‌ই বেণী। বলে:

'এক্ষ্‌নি ভেরা ইভানভ্‌নাকে ডেকে আনছি,' ব'লে ছ্‌টে যায়।

এলেন ভেরা ইভানভ্‌না, সবচেয়ে ছোটোদের যে গ্র্‌প, তার দিদিমণি। মায়ের সঙ্গে নমস্কার ক'রে বাচ্চাদ্‌টিকে দেখেন। বলেন:

'নমস্কার সাশা আর আলিয়োশা! কিন্তু তোমাদের কে সাশা, কে আলিয়োশা?

দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি। নিশ্চয় সামনে যে দাঁড়িয়ে, সেই আলিয়োশা, কিছুতেই ভয় নেই, আর মায়ের পেছনে যেটি লুকচ্ছে সে নির্ঘাৎ সাশা।'

হাসি পেল সাশার:

'পেছনে লুকচ্ছে আলিয়োশাই!'

'বটে, আমার সঙ্গে তাহলে আলিয়োশাই লুকোচুরি খেলছে? অথচ ওর জন্যে ওদিকে খেলনা-পাতি পড়ে আছে গালিচার ওপর, তাকে বড়ো বড়ো কিউব, ইঞ্জিন বানানো যায় তা দিয়ে।'

হাসি-খুশি কথা বলেন ভেরা ইভানভ্না, সোহাগ ক'রে তাকান; এক হাত দিয়ে সাশা, অন্যটায় আলিয়োশার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন:

'তাড়াতাড়ি ধড়া-চুড়ো খুলে নাও। এই যে আলিয়োশা, এটা তোমার আলমারি, আর এটা সাশার। এখানে তোমরা তোমাদের ওভারকোট টাঙিয়ে রাখবে, তাকে রাখবে টুপি, আর নিচে জুতোর গালোশ। নিজের নিজের আলমারি যাতে গুলিয়ে না যায়, তার জন্যে তার ওপর আলাদা আলাদা ছবি সেঁটে দিচ্ছি।'

ছেলেমেয়েরা ছুটে গিয়ে নিয়ে এল আঠা, তুলি আর দুটি ছবি: একটিতে আঁকা বিমান, অন্যটিতে ঘোড়া। সাশার আলমারির ওপর ভেরা ইভানভ্না সেঁটে দিলেন বিমান, আলিয়োশারটায় ঘোড়া। বললেন:

'ঠিক এমনি ঘোড়া আছে আমাদের পুতুল-ঘরে।'

'আমাদেরটা বড়ো! তলায় চাকা লাগানো!' সোরগোল করে উঠল ছেলেমেয়েরা, 'চল দেখাচ্ছি!'

'যাও তোমরা,' সাশা আর আলিয়োশাকে বললে মা, 'আমিও চলি, নয়ত কাজে দেরি হয়ে যাবে। দুষ্টুমি ক'রো না, মন ভার করে থেকো না, সন্ধ্যায় এসে নিয়ে যাব।'

এ আবার কী খেলা!

সাশা আর আলিয়োশা এল সবচেয়ে ছোটোদের গ্রুপে, তারপর খেলনার কাছে। আর খেলনা কিন্তু অনেক: আছে ভালুক, খরগোস, পুতুল, পুতুলদের বাসনপত্র, পুতুল-শোয়ানোর খাট, আছে মোটরগাড়ি, ট্রাক, দমকল, আছে শাদা ঘোড়ায় চাপা বাদামী ভালুক। খেলনা-কোণে সবই আছে আর অনেকগুলো করে।

আলিয়োশা চেয়ে চেয়ে দেখে, ঠিক করতে পারে না কোন খেলনাটা নেবে, কী খেলবে। সাশা কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই সব দেখে নিলে, আর সবকটা খেলনাই নেবার ইচ্ছে হল তার।

খেলনা-কোণে ছুটে এল সে, ভালুকটি করলে বগলদাবা, খরগোসটা পকেটে। খাটটাও নেয়, বাসন-পত্রও, কুকুরটাকেও টেনে আনে, সব গাদা করে এক জায়গায়:

'কেউ ছোঁবে না বলছি, কেউ নেবে না, আমি খেলব!'

ছেলেপুলেগুলো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেরা ইভানভ্‌নার দিকে চায়।

আচ্ছা ছেলে! অমনি করে কেউ খেলে নাকি?

কেমন সাহায্য!

খেতে বসল সবাই। সাশার পাশে বসেছে লেনোচ্‌কা নামে একটি মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, তবে খেতে ভালো পারে না। এক চামচে স্যুপ খেল কি খেল না, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভেরা ইভানভ্‌না বললেন:

'তাড়াতাড়ি করে খাও, স্যুপ ঠান্ডা হয়ে যাবে, স্বাদ থাকবে না।'

লেনোচ্‌কার কিন্তু হাত আর চলে না।

সাশা কিন্তু টপাটপ চামচের পর চামচে খাওয়া শেষ করলে সবার আগে।

'সবটা স্যুপ আমি খেয়ে ফেললাম, প্লেট আমার খালি!'

লেনোচ্‌কাকে দেখতে লাগল সাশা। দেখে দেখে দেখে হঠাৎ নিজের চামচটা নিয়ে খেতে শুরু করলে লেনোচ্‌কার প্লেট থেকে। একেবারে চটপট।

চেঁচিয়ে উঠল লেনোচ্‌কা, কেঁদে ফেলল:

'সাশা আমার স্যুপ খেয়ে নিচ্ছে!'

রাগ হল সাশার:

'স্যুপ খাচ্ছি না, লেনোচ্‌কা পারছে না, তাই সাহায্য করছি।'

লেনোচ্‌কা বললে:

'সাহায্য করতে হবে না, নিজেই আমি খেতে পারি।'

আরেক প্লেট স্যুপ দেওয়া হল ওকে। চামচে টেনে নিয়ে এমন চটপট সে খেলে যে সবাই অবাক হয়ে গেল।

ছেলেদের খেলা

'দ্যাখো, তোমাদের জন্যে কী আনছি,' বললেন ভেরা ইভানভ্না, আলমারি থেকে নিয়ে এলেন মস্তো একটা বাক্স।

চেয়ারে সেটিকে রেখে ডালা খুললেন — কতো কাঠের পুতুল তাতে, কতকগুলো বড়ো বড়ো, কতকগুলো ছোটো।

'বড়োটা হল মা, ছোটোটা তার মেয়ে কাতেঙ্কা,' বললেন ভেরা ইভানভ্না, 'সবাই এসে যার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও — মা-পুতুল, কিংবা মেয়ে কাতেঙ্কা।'

পুতুলগুলো নিয়ে সবাই বসল টেবিল ঘিরে। মা-পুতুলের কাজের তাড়া, মেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে তারা চলে গেল। আর ছোটো পুতুলগুলো গেল খেলতে। ঘর জুড়ে ছুটোছুটি করে তারা, সবকিছুতে উঁকি দেয়। ছুটে গেল পাখির কাছে, ভয় পাইয়ে দিলে পাখিকে; অন্য পুতুলদের কাছে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, উঁকি দিল বইয়ের আলমারিতে। সাশার কাতেঙ্কা ট্রাকে চেপে ঘুরে বেড়াল সারা ঘর, আর ওলিয়া তারটিকে প্যারামবুলেটারে বসিয়ে ঠেলতে লাগল।

গান গাইলেন ভেরা ইভানভ্না, তালি দিতে লাগলেন। নাচ শুরু হল কাতেঙ্কা-পুতুলদের। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। সাঙ্গ হল তাদের বেড়ানো, সাঙ্গ হল খেলা, এবার ঘরে ফেরার পালা। বাড়িতে পথ চেয়ে আছে বড়ো পুতুলরা, কাজ থেকে ফিরে তারা রান্নাবান্না করে রেখেছে। মেয়েদের টেবিলের সামনে বসিয়ে তারা বলে:

'খাও, পেট পুরে খাও, কিচ্ছু ফেলে রেখো না।'

চেঁছে মুছে খেয়ে নিল কাতেঙ্কারা, এবার ওদের শোয়ার সময়। সবাইকে একেকটি করে বাক্স দিলেন ভেরা ইভানভ্না। বাক্সের মধ্যে বালিশ, লেপ। এটা হল কাতেঙ্কার খাট।

বড়ো বড়ো পুতুলেরা শুইয়ে দিলে তাদের মেয়েদের। টেবিলের ওপর ছেলেমেয়েরা খাটিয়া-বাক্সগুলোকে সাজালে সারি বেঁধে, কিণ্ডারগার্টেনের শোবার ঘরে সত্যি সত্যি যেমন থাকে। আর বড়ো বড়ো পুতুলগুলোকে রাখা হল জানলার তাকে।

'আমরা এবার খেলতে যাব, ওরা জানলা দিয়ে আমাদের দেখবে।'

পোষাক পরার ঘরে সবাই গেল চুপিচুপি, কথা কইলে ফিসফিসিয়ে, ছোট্ট পুতুলগুলোর ঘুম যেন না ভাঙে।

ছেলেমেয়েরা বাইরে যতক্ষণ খেলবে, ততক্ষণ ঘুমিয়ে যাক ওরা।

বাইরে কী দেখল সবাই

বাইরে খেলছিল ছেলেপুলেরা, রাস্তায় দেখলে:

মস্তো বড়ো একটা নতুন বাড়ি। ঝকঝকে বাস। ছয় চাকার লম্বা ট্রাক। মোটর-সাইকেলে ট্রাফিক মিলিশিয়া-ম্যান। বাড়ানো-কমানো মই লাগানো দমকল। দুধ বইবার ট্যাঙ্ক। 'পাবেদা', 'মস্কভিচ', 'ভলগা' মোটর আর উ'চু একটা দুর্ঘটনা-গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইন সারাচ্ছিল তা।

মাছের কথা

ছোটোদের গ্রুপে জানলার কাছে একটা ছোটো টেবিলের ওপর আছে অ্যাকোয়ারিয়ম। তাতে থাকে মাছ। বাচ্চাদের কাছে থাকতে তাদের বেশ লাগে। অ্যাকোয়ারিয়মটা সর্বদাই ধোয়া-মোছা, জল সেখানে সবসময় টাটকা, আর তলায় হলুদ বালি, পাথর, শামুক-গুগলি, ঘাস-লতা।

রোজ সকালে মাছকে খেতে দেয় ছেলেমেয়েরা, ছোট্ট ছোট্ট চামচে করে খাবার ছড়িয়ে দেয়। ভেরা ইভানভ্‌না্র সঙ্গে তারা অ্যাকোয়ারিয়ম ধোয়, জল বদলে দেয়।

একদিন জলভরা এক মস্তো গামলা আনলেন ভেরা ইভানভ্‌না, মাছগুলোকে তাতে ছেড়ে দিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ম ধুতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় সোনালী মাছ আর ক্ষুদে ক্ষুদে পোনার খেলা দেখছিল সবাই।

'আমার কোলের ছেলেটাও দেখতে চাইছে,' বললে লেনোচ্‌কা।

'বেশ তো দেখুক-না!'

সরে দাঁড়াল সবাই। কোলের ছেলেটি কিন্তু নিচু হতেই টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল গামলায়। জল ছলকিয়ে পড়ল মেঝেয়, সেই সঙ্গে সোনালী একটি মাছ। পড়ে খাবি খেতে লাগল সেটা।

কলরব করে উঠল ছেলেমেয়েরা। ভেরা ইভানভ্‌না মেঝে থেকে মাছটাকে কুড়িয়ে তাড়াতাড়ি জলে ছেড়ে দিলেন। কেননা জল ছাড়া মাছ যে বাঁচে না।

বেড়ালের কথা

ছোটোদের গ্রুপে ভেরা ইভানভ্না একদিন একটা ঝাঁপি এনে বললেন:

'তিন-কোণা কান, গদি পায়ে যান; মোচটা পাকানো, পিঠটা বাঁকানো, দিনেতে ঘুমায়, রোদেতে লুটায়, যত কাজ রাতে, শিকারে বেড়াতে। বলো তো কী?'

ছেলেমেয়েরা চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না ধাঁধার।

ধাঁধা ওদিকে নিজেই মুখটি বাড়ায় ঝাঁপি থেকে।

কী হব?

ছেলেমেয়েরা বসে বসে কথা কইছে:
'আমি হব পাইলট।'
'আর আমি ইঞ্জিন-ড্রাইভার।'
'আমি মোটর চালাব।'
'আমি হব নাবিক, সাগরে যাব।'
'আমি ডাক্তার, লোকের রোগ সারাব।'
'আমি মাস্টারি করব,' বললে লেনোচ্‌কা।
'আর আমি,' বললে ওলিয়া, 'বাড়ি বানাব, ভয়ানক উ'চু-উ'চু, ভারি সুন্দর!'
সবাই কথা কইছে, চুপ করে আছে শুধু সাশা আর আলিয়োশা।
'তোরা কী হবি?'
ভেবে ভেবে ওরা বললে:
'বড়ো হলে বাবার সঙ্গে কারখানায় কাজ করব।'

বাড়ি বানানো

ছেলেমেয়েদের কাছে এল ওলিয়ার বাবা। বাড়ি বানানোর কাজ করে সে।

সবাই শুধায়:

'বলুন-না, বড়ো বড়ো বাড়ি বানায় কী ক'রে?'

ওলিয়ার বাবা বললে:

'এসো একসঙ্গে গড়া যাক, তাহলেই শিখে যাবে।'

কাগজ নিয়ে একটা বাড়ি আঁকলে বাবা।

'এমনি একটা বাড়ি বানাব আমরা। কিন্তু কোথায় সেটা উঠবে? তাই জমিটা তৈরি করতে হবে।'

ছেলেপিলেরা খেলনা-পাতি গুটিয়ে চেয়ার সরিয়ে দিলে।

বাস, জমি তৈরি, এবার মালমসলা আনা দরকার।

সোরগোল উঠল, রওনা দিলে ট্রাক, একেবারে যেন সত্যি। দেয়ালের জন্যে ইট নিয়ে আসে ছেলেপুলেরা, ছাতের জন্যে কড়ি-বরগা। দরজা-জানলা কিন্তু একেবারে তৈরি, ভেরা ইভানভ্না তা কার্ডবোর্ড কেটে ক'রে দেন।

'বাড়ি বানাবার জায়গায়,' বলে ওলিয়ার বাবা, 'কাজ করে ক্রেন। পাতা রেল-লাইনের

ওপর দিয়ে ক্রেন চলে, ইস্পাতের হুকে ইট বোঝাই লোহার খাঁচা তুলে দেয় দশ তলায়, দরকার হলে আরো উঁচুতে। তবে আমরা ক্রেন ছাড়াই চালিয়ে নেব। নিজেরাই ইট জোগাব। শুধু রাজমিস্ত্রিরা যেন চটপট গেঁথে যায়, জানলা-দুয়োর বসিয়ে যায় ছুতোরমিস্ত্রিরা।

কাজ করে যায় ছেলেমেয়েরা। প্রথম তলা তৈরি। বানানো হচ্ছে দোতলা।

ওলিয়ার বাবা নজর রেখেছে বাড়ি যেন হয় মজবুত, বানাতে হবে নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে, কিছু যেন ভুল না হয়।

চটপট মাথা তুলছে বাচ্চাদের বাড়ি: প্রথম তলায় ফ্ল্যাটগুলো তৈরি, দোতলায় রঙ পড়ছে দরজা-জানলায়, তেতলায় পলেস্তারা চলছে, আর সবচেয়ে ওপর তলায় বসানো হচ্ছে কার্নিস, বৃষ্টি হলে তাতে দেয়াল ভিজবে না।

এখন বাকি শুধু ছাদটা করা। কাঠের হাতুড়ি পিটতে লাগল ছাদমিস্ত্রি বাচ্চারা, চালা নামাচ্ছে। অন্যেরা পরিষ্কার করছে বাড়ির চারপাশটা, গাছ লাগাচ্ছে, গ্যারেজ বানাচ্ছে। এবার সব শেষ। ফ্ল্যাটে বাসিন্দা এলেই হল।

মাথা তুলেছে সুন্দর বাড়িটি, ওলিয়ার বাবা যা এঁকেছিল হুবহু সেই রকম।

সব ছেলেমেয়ের কাছেই বাড়িটা ভারি পছন্দসই, এ যে তাদেরই গড়া।

কেন যেতে চায়?

কেননা, কিন্ডারগার্টেনে আছে তাদের বন্ধুরা, একসঙ্গে সবাই মিলে ছুটতে, খেলতে, পড়তে ভারি মজা।

কেননা, ভেরা ইভানভ্‌নার সঙ্গে তারা দেখতে যাবে কেমন করে বানানো হয় বড়ো বাড়ি, তারপর নিজেরাই হয়ত তারা অমনি বাড়ি বানাবে।

কেননা, কাল তাদের কাছে এসেছিল এক নাবিক, লেনোচ্‌কার বাবা, সাগর পাড়ি দেওয়া বড়ো বড়ো জাহাজের গল্প শুনিয়েছে। আর আজ হয়ত আসবে আরো অন্য কারো বাবা কি মা, অনেক নতুন কথা শোনাবে।

কেননা, ওলিয়া, সাশা, লেনোচ্‌কা আর আরো সব ছেলেমেয়েরা জল দেবে ফুলগাছে, মাছেদের খাওয়াবে, যত্ন নেবে পাখিটার। খাঁচায় ওড়া-উড়ি করে পাখি, পথ চেয়ে থাকে ছেলেমেয়েদের। পরিষ্কার করতে হবে তার খাঁচাটা, ধুতে হবে খাবার বাটি, দানা দিতে হবে।

কেননা, ঘোড়ায় চেপে ভালুক ছুটে আসে আলিয়োশার কাছে। কিউব দিয়ে বানাতে হবে ভালুকের ঘর, ঘোড়াকে নিয়ে যেতে হবে আস্তাবলে।

কেননা, ভেরা ইভানভ্‌না সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন, ছবি-ওয়ালা বই নিয়ে আসেন নতুন নতুন, রঙীন পেনসিলে ছবি আঁকতে দেন, মজার মজার খেলা বার করেন ভেবে ভেবে।

সেই জন্যেই তো ছেলেমেয়েরা রোজ সকালে আসতে চায় কিন্ডারগার্টেনে।

ছবি এ'কেছেন: ভ. লোসিন

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Н. Калинина

МАЛЫШИ

На языке бенгали

К $\frac{70801-526}{014(01)-74}$ 601-74